দৈনিক খবর

তারিখ 25 DEC 1991
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

৩০

33

মেধা তালিকায় অনিয়মের অভিযোগ সম্পর্কে ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক গতকাল মঙ্গলবার এক প্রতিবাদপত্রে জানিয়েছেন, কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায় এইচএসসি পরীক্ষার মেধা তালিকায় অনিয়ম করা হয়েছে শিরোনামে কিছু খবর প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষার সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ঢাকা কলেজের ছাত্র নাহিদ ইবনে রহমান ও তার পিতা-মাতা গত সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মেধা তালিকায় দুর্নীতির অভিযোগ এনে যে বক্তব্য রেখেছেন তা অনভিপ্রেত, দুঃখজনক এবং সত্যের অপলাপ বলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ মনে করেন।

অভিযোগে বলা হয়েছে যে, কিছু অসাধু পরীক্ষক, অভিভাবক ও বোর্ড কর্মকর্তাদের চাপে ৬৫০৬৮ রোল নম্বরধারীকে প্রথম করা হয়েছে; ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও বানোয়াট। অভিযোগ করা হয়েছে যে, পরিসংখ্যান বিষয়ের দ্বিতীয় পত্রের উত্তরপত্র মূল্যায়নের পদ্ধতি ছিল ভিন্ন এ বক্তব্য মিথ্যা এবং বানোয়াট। রিয়াদ এবং নাহিদ (১ম ও ২য় স্থান অধিকারী) উভয়েই একই কলেজের ছাত্র এবং তাদের রোল নম্বরও কাছাকাছি বিধায় একই পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক দ্বারা উভয়ের উত্তরপত্র পরীক্ষা করানো হয়েছে।

পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে যে অভিযোগ করা হয়েছে সে ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য হল যে, কেউ পরীক্ষক নিয়োগ হলে এবং তার কাজের মান সন্তোষজনক হলে সে পরবর্তী বছরের জন্য পরীক্ষক নিয়োগের যোগ্য হন। আর কেউ একবার প্রধান পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করলে এবং তার কাজের মান সন্তোষজনক হলে তিনি একাধিক্রমে চার বছর প্রধান পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে বোর্ড কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হল যে, কারও ছেলে বা মেয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে এবং কেউ প্রাইভেট পড়ালে তাকে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক নিয়োগ করা হয় না। উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে বোর্ড কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্নে অঙ্গীকারপত্র গ্রহণ করে থাকেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে তদন্ত দাবী করা হয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ তদন্ত করলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাকে স্বাগত জানাবেন।